তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৭১

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর সাথে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

**বাংলাদেশের চাওয়া ফুটবল ও হকি-আর্জেন্টিনার ক্রিকেট ও কাবাডি**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী মোঃ নাজমুল হাসান পাপনের সঙ্গে আজ দুপুরে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো সি সেসা।

সাক্ষাৎ শেষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন বলেন, ‘তারা আমাদের কাছে ক্রিকেটের সহযোগিতা চেয়েছে। আমি তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছি কিউরেটর থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন আমরা দিতে প্রস্তুত। প্রয়োজনে আমাদের ক্রিকেটাররাও সেখানে গিয়ে খেলবে। ক্রিকেটের পাশাপাশি তারা কাবাডি নিয়েও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় খেলায় তারা একবার অংশ নিয়েছিল। আমরা কাবাডিতেও তাদের সহায়তা করতে পারি।’

বাংলাদেশ ক্রিকেট ও কাবাডিতে সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি ফুটবল এবং হকিতে আর্জেন্টিনার সাহায্য প্রত্যাশী। বিশেষ করে ফুটবলে জোর দিয়েছেন মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন, ‘ফুটবলে তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। অনেক ঐতিহ্য তাদের। আমরা তাদের কাছ থেকে কোচ নিতে পারি আবার আমাদের ছেলেমেয়েরা ওখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। হকিতে আমাদের সম্ভাবনা রয়েছে আবার তারাও হকিতে বিশ্ব মানের। হকি নিয়ে তাদেরও আগ্রহ আছে।’

আর্জেন্টিনা রাষ্ট্রদূত উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, ‘সমঝোতা স্বাক্ষরের পর এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। অবশ্যই ফুটবল সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া আমরা ক্রিকেট ও হকিতে এগুতে চাই সেটাও জানিয়েছি।’ এক বছর আগে সমঝোতা স্বাক্ষর হলেও তেমন কার্যকর পদক্ষেপ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশ দুই দিকেই নির্বাচন ছিল। আমরা এখন দুই দেশ ক্রীড়ার মাধ্যমে আরো কাছাকাছি আসতে চাই।’

#

আরিফ/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৭০

**প্রবাসীদের রেমিটেন্স উন্নয়নের একটি মূল চালিকাশক্তি**

 **-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

চাঁদপুর, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা আছে। তাদের পাঠানো রেমিটেন্স আমাদের উন্নয়নের একটি মূল চালিকাশক্তি। প্রবাসীদের জন্য এবং তাদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সবসময়ই কাজ করে যাচ্ছেন।

মন্ত্রী আজ চাঁদপুর শহরের বাবুরহাট সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের ব্যবস্থাপনায় প্রবাসী কর্মীদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের মাঝে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিলো প্রবাসীদের প্রতি পদে পদে নানা ধরনের প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হতে হতো। এখন ঢালাওভাবে প্রতারণার সুযোগ অনেক কমে গেছে। এখন বৈধ ভিসার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। অবৈধ যাওয়ার সংখ্যা হয়তো একেবারে কমে আসছে। বিমান বন্দরে যেখানে আগে হয়রানি ছিলো, সেখানে সেবা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীমা চাকমা, চাঁদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সাখাওয়াত জামিল সৈকত, চাঁদপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক রজত শুভ্র সরকার, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সফিকুর রহমান।

#

জাকির/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬৯

**নতুন প্রজন্মের মাঝে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তাৎপর্য**

**তুলে ধরার আহ্বান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

নতুন প্রজন্মের মাঝে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) বলেছেন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো বর্তমান সংবিধানের ভিত্তি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মহান মুক্তিযুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত করে।

আজ রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সেমিনার হলে স্বাধীনতা ঘোষাণাপত্রের ৫৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র: স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের সৃষ্টিতত্ত্ব’ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি)।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘’৭১-এর ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের অনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ১৭ এপ্রিল। সেই অনাড়ম্বর আন্তরিক ভালোবাসাপূর্ণ শান্ত সুনিবিড় পরিবেশে উপস্থিত ছিলেন দেশি বিদেশি বহু প্রখ্যাত সাংবাদিক। সাক্ষী হিসেবে ছিলেন হাজারো স্থানীয় মানুষ। সনাতন ধর্মাবলম্বী একজনের বাড়ি থেকে আনা হারমোনিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন ভবেরপাড়ার ছেলেরাই। গার্ড অভ্‌ অনার প্রদান করেন স্থানীয় আনসার ও পুলিশের সদস্যবৃন্দ। আর এর নেতৃত্বে ছিলেন ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুবউদ্দিন আহমেদ। এভাবেই সকল ধর্মের মানুষের একত্রিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে করা হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি। তিনি তখনও পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি। তাই উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন তাজউদ্দীন আহমদ। একই সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের। ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং হাজারো জনতার সামনে বক্তব্য রাখলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করলেন ‘মুজিবনগর’।

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধের ৮নং সাব-সেক্টর কমান্ডার ও মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের গার্ড অব অনার প্রদানকারী সাবেক এসপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট-এর সভাপতি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং নির্মূল কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক শহীদসন্তান অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী।

সভা সঞ্চালনা করেন নির্মূল কমিটির আইটি সেলের সভাপতি শহীদসন্তান নাট্যজন আসিফ মুনীর।

#

নূর/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬৮

**শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও মেন্টর এক্সপোজিশন অভ্‌ ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট নীলোৎপল মজুমদার এবং ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা হাওবাম পবন কুমার। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও উৎসব পরিচালক মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে সেটি হলো একটি অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরি হবে, যেখানে উগ্রবাদ-মৌলবাদের কোনো জায়গা থাকবে না। এ রকম একটি সমাজ তৈরি করতে গেলে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিনিয়োগ দরকার।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ হওয়ার জন্য কতগুলো ভিত্তি দরকার। এ ভিত্তিগুলো তৈরি করার জন্য আমাদের অনেক অর্জন ইতিমধ্যে হয়েছে। গত পনেরো বছরে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক হয়েছে, আরো উন্নয়ন করতে হবে। তবে আগামী পাঁচ বছর শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কারণ আমরা যদি উগ্রবাদ, মৌলবাদ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই, তাহলে শিল্প ও সংস্কৃতির চেয়ে বড় কোন অস্ত্র হতে পারে না। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন এখন আমাদের দরকার। একইসাথে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে উদ্ভাবনী মেধা খুবই দরকার।

প্রতিমন্ত্রী আরো যোগ করেন, রাষ্ট্রের কাজ অর্থনৈতিকভাবে শিল্পকে সহযোগিতা দেওয়া এবং এগিয়ে নেয়া যাতে যে মেধার জন্ম হয় সমাজে সেটা বিকশিত হতে পারে, শিল্পের মাধ্যমে আরো মানবতা ও মানবিকতা ছড়িয়ে যেতে পারে। দিন শেষে আমরা মানবিক বিশ্ব গড়তে চাই ও বিশ্ব নাগরিক হতে চাই।

তিনি আরো বলেন, দেশে আমরা সুস্থ শিল্প বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা এই কাজটি করার চেষ্টা করবো।

#

ইফতেখার/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬৭

**দেশকে এগিয়ে নিতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করব না**

 **-- গণপূর্তমন্ত্রী**

মানিকগঞ্জ, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মেঘশিমুলে অবস্থিত ম্যাক্স গ্রুপের অটোক্লেভ এরেটেড কংক্রিট ব্লক ও প্যানেল তৈরির কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, দেশে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। দেশে মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। উন্নয়নকে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব করতে হবে। পোড়ামাটির ইটের পরিবর্তে কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করতে হবে। এতে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে এবং কার্বন নিঃসরণ কম হবে।

ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী গোলাম মোঃ আলমগীরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নবীরুল ইসলাম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শামীম আখতার, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব) মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সরকার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আশরাফুল আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মীর মঞ্জুরুর রহমান এবং মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক রেহেনা আকতার।

১০ একর জায়গায় স্থাপিত এ কারখানায় ম্যাক্স গ্রুপের মোট বিনিয়োগ ১৬০ কোটি টাকা। কারখানাটির সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষমতা প্রতিদিন ১ হাজার ব্লক ও প্যানেল। এসব ব্লক ও প্যানেল সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি। পোড়া মাটির ইটের তুলনায় এসব ব্লক ও প্যানেল ৪০ শতাংশ ব্যয় সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই।

মন্ত্রী আরো বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। পোড়ামাটির ইটের তুলনায় কম পরিবেশ দূষণ করে বিধায় কংক্রিট ব্লকের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্লান্ট স্থাপনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পরিবেশবান্ধব ব্লক ব্যবহারের জন্য তিনি গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, স্থাপত্য অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর সংস্থার সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ ধরনের কারখানা স্থাপনে জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশনা দেন।

অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে মন্ত্রী মানিকগঞ্জ সার্কিট হাউসে জেলা আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি সরকার ও দেশবিরোধী সকল চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকতে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জাহিদ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট গোলাম মহিউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬৬

**চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সময়ের দাবি**

 **-- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিনির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং বাজার স্থীতিশীল রাখার জন্য চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি।

আজ ঢাকায় চিনি শিল্প ভবনের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ চিনিকল আখচাষি ফেডারেশনের পক্ষ হতে তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, সারা পৃথিবীতেই চিনির চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ দেশেই যতটুকু চিনি খেতে বলা হয় তার চেয়ে বেশি চিনি খাওয়া হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল সুগার অর্গানাইজেশন (আইএসও) এর তথ্য মতে, ২০০১ সালে বিশ্বব্যাপী চিনি খাওয়ার পরিমাণ ছিল ১২৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে দাঁড়ায় ১৭২ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন। গত ৫ দশকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে চিনি গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, বছরে আমাদের চিনির চাহিদা প্রায় ১৮ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আমরা উৎপাদন করতে পারি মাত্র ৮০ হাজার মেট্রিক টন। চিনি উৎপাদনের এই চিত্রটি আমাদের জন্য নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। এদেশের চিনি শিল্প ও আখচাষিদেরকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনা করবেন বলে চিনিকল আখচাষি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন।

বাংলাদেশ চিনিকল আখচাষি ফেডারেশনের সভাপতি ও পঞ্চগড়-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজাহারুল হক প্রধানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম, পরিচালক এটিএম কামরুল ইসলাম তাং, খোন্দকার আজিম আহমেদ, মোঃ আতাউর রহমান খান, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী বাদশা প্রমুখ।

#

আবুবকর/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬৫

**বিনিয়োগকারীদের প্রতি ওয়ান স্টপ সার্ভিস ব্যবহারের**

**আহ্বান বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যানের**

বরিশাল, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

 বরিশালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর আয়োজনে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও বিডা অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ নগরীর বান্দ রোডে অবস্থিত হোটেল গ্র্যান্ড পার্কের হলরুমে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) লোকমান হোসেন মিয়া।

 বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, ব্যবসায়ীদেরকে সরকার সহযোগিতা করবে। এটিই সরকারের উদ্দেশ্য। অথচ ব্যবসা শুরু করার জন্য একজন উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় অনুমতি ও কাগজপত্র নিষ্পত্তি করতে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে বহুগুণ বেশি সময় লাগত। এই দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে আনতে এ সংক্রান্ত সকল সেবা এক ছাতার নিচে নিয়ে আসার পদক্ষেপ নেয় সরকার, যার ধারাবাহিকতায় এখন ব্যবসা ও বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট শতাধিক সেবা বিডা’র অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) এর আওতায় এসেছে। এ সময় তিনি বিডা’র কার্যক্রমে শতভাগ স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বরিশালের শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদেরকে এই ওএসএস ব্যবস্থার সেবা গ্রহণের আহ্বান জানান। সেই সাথে বরিশালের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত রেখেই পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করে এ বিভাগে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পর্যটন শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি।

 অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোঃ সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিডা’র মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ (খোকন সেরনিয়াবাত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ড. মোঃ মতিউর রহমান, বরিশাল জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার ওয়াহিদুল ইসলাম, বরিশাল চেম্বার অভ্‌ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন মানিক, বরিশাল উইমেন চেম্বার অভ্‌ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি বিলকিস আহমেদ লিলিসহ স্থানীয় উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা। অতিথিদের বক্তব্যে বরিশালে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির সার্বিক চিত্রের নানাদিক উঠে আসে এবং এ ব্যাপারে সকল অংশীজনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

#

রাফিদ/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬৪

**জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে সরকার**

**বাংলাদেশ জলবায়ু উন্নয়ন অংশীদারিত্ব গঠন করবে**

 **-- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু উন্নয়ন অংশীদারিত্ব (বিসিডিপি) গঠন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে নানা প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় অর্থ দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে কোনো শৃঙ্খলা না থাকায় সেই অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। সরকারের সাথে উন্নয়ন অংশীদারদের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে এই প্ল্যাটফর্ম ভূমিকা রাখবে।

আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (বিসিডিপি) বিষয়ে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং বাংলাদেশের এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিনটিং। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন বিসিডিপি বাস্তবায়নের নির্দেশনা উপস্থাপন করেন। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের দরকার ৫৩৪ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান বাবদ ৪৭ বিলিয়ন, ন্যাশনাল এডাপটেশান প্ল্যান বাবদ ২৩০ বিলিয়ন, মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান বাবদ ৯০ বিলিয়ন আর ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন বাস্তবায়নে দরকার ১৭৬ বিলিয়ন ডলার। আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে এমন বিনিয়োগগুলো অর্জনের জন্য, আমরা উল্লেখযোগ্য অর্থনীতি এবং অংশীদারদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। উন্নয়ন সংস্থাগুলো এক সাথে কাজ করলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, এই অংশীদারিত্ব সরকারকে বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল থেকে জলবায়ু অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করতে পারে, যার ফলে সামগ্রিক বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থ কাঠামোর উন্নতি ঘটবে। এটি অপরিহার্য যে সরকার এই সুযোগটিকে তার পূর্ণ সম্ভাবনার সাথে ব্যবহার করবে, কারণ এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লড়াই করার এবং তার নাগরিকদের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার দেশের ক্ষমতার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

#

দীপংকর/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৬৩

**স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন সংসদে পাশ করার উদ্যোগ নেয়া হবে**

 **- স্বাস্থ্য মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল)ː

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, চিকিৎসক এবং রোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। চিকিৎসক ও রোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার একমাত্র পন্থা হল স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন জাতীয় সংসদে পাশ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

মন্ত্রী আজ কুমিল্লায় ১৭-১৮ এপ্রিল দুইদিনের সফরে শেষ দিনে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রান্তিক অঞ্চলের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, প্রান্তিক এলাকায় জরুরি স্বাস্থ্য সেবা বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা উন্নত হলে সারা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হলে শহরের ওপর চাপ কমবে। তিনি বলেন, প্রান্তিক এলাকায় জরুরি স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল প্রকার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর এই দুইদিনের কুমিল্লা সফরে তিনি চান্দিনায় পুনর্নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্বোধন এবং ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিদর্শন, কুমিল্লা সদর হাসপাতাল ও ৩১ শয্যাবিশিষ্ট বুড়িচং হাসপাতাল পরিদর্শন এবং শেষে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিটের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) উদ্বোধন করে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের অনুরোধে মন্ত্রী অদূর ভবিষ্যতে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম বাহাউদ্দিন বাহার, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন মেয়র ডা. তাহসিন বাহার সূচনা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. টিটো মিঞা।

#

পবন/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৬২

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়ামা কিমিনরি (Iwama Kiminori) সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

 রাষ্ট্রদূত, পুনরায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জ্বালানি মহাপরিকল্পনা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে জাপান বাংলাদেশের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশে জাপানিজ কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী জাপানের রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। জাপানিজ কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগকে আমরা অগ্রাধিকার দেই। এ সময় বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

 সাক্ষাৎকালে অন্যান্যের মধ্যে JETRO (Japan External Trade Organization)-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আন্দু ইউজি (Ando Yuji) উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/সায়েম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮২০ ঘণ্টা

Handout Number : 4261

**Govt to form Bangladesh Climate Development Partnership**

**to attract significant global capital invested in Climate Change
 --- Environment Minister**

Dhaka, 18 April:

 Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury said Bangladesh government is going to form Bangladesh Climate Development Partnership (BCDP). BCDP will be instrumental in helping the government to produce the necessary information to inform policies, enhance project pipelines, and increase Bangladesh's participation in Global Climate Forums. By working collaboratively with external partners and the private sector and implementing a strong climate-resilient project pipeline alongside a progressive policy framework, Bangladesh should be able to attract significant global capital invested in the climate change agenda.

 Environment Minister said this in a Consultation-meeting with Development Partners on Bangladesh Climate Development Partnership (BCDP) in Hotel Intercontinental in the capital.

 Principal Secretary to Honorable Prime Minister M. Tofazzel Hossain Miah presided over the occasion. Dr. Farhina Ahmed, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Edimon Ginting, Country Director, Bangladesh Resident Mission Asian Development Bank spoke in the occasion. Additional Secretary (Climate Change) of the Ministry Iqbal Abdullah Harun presented the guidelines on for BCDP Implementation.

 Environment Minister said effective and well-coordinated solutions are needed to address these issues. Collective action is required to combat climate change, as markets and generations have failed to do so. In order to obtain investments that will enable us to accomplish our common objective of enhancing our prosperity and resilience while lowering our susceptibility to climate change, we are keen to work with significant economies and partners.

 Saber Chowdhury said the government of Bangladesh has allocated Tk37 thousand crore ($3.4 billion) in the current budget to address this issue, and we will vigilantly oversee the work carried out by 25 ministries and departments. However, the GoB requires USD 11 million per year of climate finance, resulting in a significant finance gap.

 Environment Minister also said we need immediate action to ensure the availability of ready, bankable projects in the pipeline. It is also crucial to gain a better understanding of the compounded climate risks faced by vulnerable regions/Upazila in the country to inform policies, adaptation actions, and project design. Therefore, we demand more knowledge and understanding of these dynamics.

 Saber Chowdhury said the government can take advantage of its strong climate-resilient project pipeline and progressive policy framework to extend the availability of concessional finance for climate-related projects. This will enable the government to predict the financing that will be available for adaptation from development partners over the next 10 years and to utilize this financing to mobilize private sector funding for adaptation. Partnership can assist the government in mobilizing climate finance from global climate funds, thereby improving the overall global climate finance structure. It is imperative that the government utilizes this opportunity to its fullest potential, as it will have a significant impact on the country's ability to combat climate change and ensure a sustainable future for its citizens.

#

Dipankar/ Sayeam/Shafi/Rafiqul/Joynul/2024/1750 hour

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪২৬০

**হাতির চলাচল নির্বিঘ্ন করতে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের চিহ্নিত ১২টি করিডোর উন্মুক্ত রাখতে হবে**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এলিফ্যান্ট ওভারপাস এখন বাংলাদেশে, যেটির নিচে দিয়ে ট্রেন এবং উপর দিয়ে পারাপার হচ্ছে হাতি। গত বছরের শেষ দিকে চালু হওয়া চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথে নির্মিত এ এলিফ্যান্ট ওভারপাস দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। হাতি পারাপারে চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার চুনতিতে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে এ ওভারপাস চালু হয়েছে। এতে পাহাড়ের নিচে সুড়ঙ্গ দিয়ে চলছে ট্রেন আর উপরে পারাপার হচ্ছে হাতি।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে জরিপ করে হাতির ১২টি করিডোরের সন্ধান পায়। বাংলাদেশে হাতি চলাচলের জন্য চিহ্নিত ১২টি করিডোরের মধ্যে কক্সবাজার দক্ষিণ বনবিভাগের ৩টি, উত্তর বনবিভাগের ৫টি এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ বনবিভাগের ৪টি রয়েছে। আইইউসিএন বাংলাদেশে যে ১২ হাতির চলাচলের পথ (করিডোর) চিহ্নিত করেছিল সরকার সেই ১২টি করিডোর নির্দিষ্ট করে গেজেট প্রকাশের উদ্যোগ নেয়।

হাতির আবাসস্থল ও পরিবেশ টেকসই রাখতে, তাদের খাদ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি চলাচলের করিডোর উন্মুক্ত রাখার প্রতি সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। সাংবিধানিকভাবেও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে।

দেশে হাতির আবাসস্থল মূলত পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, রাঙ্গুনিয়া; কক্সবাজার জেলার ফাঁসিয়াখালী, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ বন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের গারো পাহাড়ে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গমাটি ও কক্সবাজারের বনাঞ্চলগুলোতে স্থায়ী হাতির বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। অভিবাসী হাতিগুলো বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভারত বা মিয়ানমারের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে আসে। এগুলোর বিচরণক্ষেত্র সিলেট ও মৌলভীবাজার, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী ও শ্রীবরদী, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায়। এছাড়া রাঙ্গামাটি দক্ষিণ বন বিভাগের কাসালং বন ও বান্দরবানের সাঙ্গুতেও রয়েছে এসব হাতির বিচরণ।

সরকার স্বীকৃত ১২টি করিডোরসহ অপরাপর করিডোরগুলোতে নির্বিঘ্নে হাতি চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। জীব বৈচিত্র্য রক্ষাসহ বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি রোধকল্পে এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে এসব করিডোর অবৈধ দখলদার মুক্ত করতে হবে। বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী হাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি করিডোরগুলো রক্ষা করার জন্য সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

#

ফাতেমা/সায়েম/শফি/রফিক/আব্বাস/আসমা/২০২৪/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৫৯

**চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন খাতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে**

**পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল)ː

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন খাতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে বলে জানিয়েছেনতথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে তার সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে যে ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ আছে, সে বিষয়গুলো নিয়ে ভারতের হাইকমিশনারের সাথে আলোচনা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ভারতের যেসব অভিজ্ঞতা রয়েছে সেগুলো আমরা যথাসম্ভব নেয়ার চেষ্টা করবো যাতে আমরা এসব ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন করতে পারি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এ দুই ঘণ্টাব্যাপী একটি সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্লেষণ ও সংবাদ উপস্থাপন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিকমানের বিটিভিতে যে দুই ঘণ্টার কার্যক্রম শুরু করা হবে সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের খবরাখবর থাকবে এবং বিশ্ব সংবাদ থাকবে। এ বিষয়ে ভারতের সংবাদ সংস্থাগুলো বিশেষ করে এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই)-এর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা যায় কি না সে বিষয়টি নিয়ে হাইকমিশনারের সাথে আলোচনা হয়েছে। বিটিভির এ কার্যক্রম দিয়ে আমরা ভারতীয় দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করব।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ভারতের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সাথে একটা সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন, দুই দেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রের মতো আরো এ রকম চলচ্চিত্র যৌথ প্রযোজনায় নির্মাণের সুযোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখার বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অপতথ্য ও অপপ্রচারের ব্যাপারে ভারতের যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের অভিজ্ঞতা, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলো দুই দেশের মধ্যে বিনিময় করা হবে। এখানে কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলে সে জায়গায় পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়েও আলাপ হয়েছে।

#

ইফতেখার/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২৫৮

**সিনিয়র শিল্প সচিবের সাথে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

 বাংলাদেশের শিপ রিসাইক্লিং বা জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে হংকং কনভেনশন ২০০৯ দ্রুত কমপ্লায়েন্স বা প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানার সাথে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম এক বৈঠকে মিলিত হন।

 আজ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও) ও উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

 সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকারী দেশ। জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছানো জাহাজের নিরাপদ এবং পরিবেশসম্মত উপায়ে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আইএমও’র তত্ত্বাবধানে Hong Kong International Convention, ২০০৯ (হংকং কনভেনশন) প্রণীত হয়। বাংলাদেশ কর্তৃক গত ১২ জুন ২০২৩ তারিখে হংকং কনভেনশন অনুসমর্থন করা হয়েছে। সে হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ইয়ার্ডসমূহে Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) হংকং কনভেনশন অনুযায়ী Compliant না হলে শিপ রিসাইক্লিং এর জন্য নতুন করে কোনো জাহাজ ভাঙার অনুমোদন শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যাবে না। তাই বাংলাদেশের এ সম্ভাবনাময় শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণসহ সার্বিক প্রস্তুতি ও করণীয়সমূহ দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে।

 বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শামীমুল হক, যুগ্মসচিব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, IMO-Norway sensrec Project Phase III এর প্রকল্প পরিচালক সঞ্জয় কুমার ঘোষ ও আইএমও’র ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ জসিম উদ্দিন বাদল অংশগ্রহণ করেন।

#

ফয়সল/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː৪২৫৭

**সরকার প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাব প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল)ː

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ইউএন সিস্টেম অভ্‌ এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক অ্যাকাউন্টিং এর ফ্রেমওয়ার্ক এবং এ সংশ্লিষ্ট থিমেটিক এরিয়াসমূহের বিবেচনায় সরকার প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাব প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশ পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য এ সংক্রান্ত একটি সেল গঠন করেছে এবং এ সেলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করছে। মন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন ও পরিবেশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃতির সুরক্ষায় আমাদের আন্তরিক হতে হবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁও পরিসংখ্যান ভবনে ‘ন্যাচারাল রিসোর্স একাউন্টস আন্ডার সিস্টেম অন এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক একাউন্টিং ইন ফোকাসিং ল্যান্ড এন্ড ফরেস্ট একাউন্টস ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেগোসিয়েশনের জন্য বিবিএস এর পরিবেশগত কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এসডিজি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পারসপেক্টিভ প্ল্যান, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান প্রভৃতি বাস্তবায়নে টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যাকাউন্টস এবং এতদসংক্রান্ত আরো পরিবেশ পরিসংখ্যান অতীব জরুরি, যা বিবিএস প্রণয়ন করবে। বিবিএস কর্তৃক পরিবেশ পরিসংখ্যান প্রণয়নের এ কাজে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থাকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. শহীদুজ্জামান সরকার বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ বিষয়টি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রেতোভাবে জড়িত, একটি বাঁচা-মরার বিষয়। তিনি বলেন, এর ফলে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে। এটি হবে জীবন রক্ষাকারী কাজ হবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগে এ কাজ সফল করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. শহীদুজ্জামান সরকার, গেস্ট অভ্‌ অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ রিপ্রেজেনটেটিভ জিয়াওকুন শি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র উপমহাপরিচালক পরিমল চন্দ্র দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের পরিচালক সাদ্দাম হোসেন খান।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিবিএস এর সদরদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬২৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২৫৬

**মালয়েশিয়ায় ই-পাসপোর্ট সেবা উদ্বোধন**

কুয়ালালামপুর, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

 মালয়েশিয়ায় বহু আকাক্সিক্ষত ও প্রতিক্ষিত ই-পাসপোর্ট সেবা উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রাজধানী কুয়ালালামপুরের সাউথগেট কমার্শিয়াল সেন্টারে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির নিকট হতে একজন নবজাতক ও দুই জন তরুণ বাংলাদেশির আবেদন স্লিপ প্রদানের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

 সুরক্ষা সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে ২০২০ সালে প্রথম ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু হয়। এ পাসপোর্টে রয়েছে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা কোড। এখন পর্যন্ত এক কোটি ৩০ লাখ ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মালয়েশিয়ায় ই-পাসপোর্ট চালু করা হল। তিনি আশা প্রকাশ করেন এর মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের পাসপোর্ট সেবার মান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ন্যায় স্মার্ট ও দ্রুততর হবে এবং এক্ষেত্রে পাসপোর্ট সেবায় গুনগত পরিবর্তন আসবে। এ পাসপোর্টের মাধ্যমে উন্নত দেশের নাগরিকদের মতো বাংলাদেশিরাও শীঘ্রই নিজে স্ক্যান করে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। এতে বাংলাদেশের পাসপোর্টের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার পথে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

 হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান জানান, মালয়েশিয়ায় প্রায় ১৫ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করেন, সংখ্যার বিচারে যা সৌদি আরবের পর বিশ্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কমিউনিটি। মালয়েশিয়ায় বসবাসরত ই-পাসপোর্ট প্রত্যাশীরা হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে ক্রমান্বয়ে দাবি জানিয়ে এসেছেন যা প্রধানমন্ত্রীর ‘প্রবাসী বান্ধব’ নীতির কারণে একটি বড় দাবিতে পরিণত হয়েছিল।

 হাইকমিশনের কাউন্সেলর ( ভিসা ও পাসপোর্ট) মিয়া মোহাম্মাদ কেয়ামউদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ নুরুস ছালাম। এছাড়া হাইকমিশনের মিনিস্টার ও ডেপুটি হাইকমিশনার খোরশেদ আলম খাস্তগীর, এ প্রজেক্টের ডেপুটি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর লেফটেনেন্ট কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সাল, ডিভিশনাল পাসপোর্ট এবং ভিসা অফিস, চট্টগ্রামের পরিচালক মোঃ সাইদুল ইসলামসহ মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৫৫

**সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে**

 **- জনপ্রশাসন মন্ত্রী**

মেহেরপুর, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল)ː

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, একটি দেশের উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রাণিসম্পদের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আজ মেহেরপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল আয়োজিত ‘প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৪’-এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে প্রতিটি খাতের ভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য খাতের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্বও অপরিসীম। তাই, এই খাতের উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

মেহেরপুরের সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিম হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, পুলিশ সুপার এস. এম. নাজমুল হক, জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মোঃ হারিছুল আবিদ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪২৫৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমকি ১৫ শতাংশ। এ সময় ৩৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ২৬৯ জন।

#

দাউদ/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৬৩০ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪২৫৩

**কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন হয়েছিল**

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল :

১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল দুপুর ১২ টা ৪১ মিনিটে কলকাতা মিশনে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল। কলকাতার সেই মিশনে আজ চমকপ্রদভাবে পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান মুজিবনগর) বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়ার পরদিনই কলকাতায় পাকিস্তানের মিশন বাংলাদেশ মিশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কলকাতাস্থ উপ-হাইকমিশনের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। পতাকার চার কোনায় দাঁড়িয়েছেন প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন, প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মোঃ শামসুল আরিফ, দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম এবং মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান সিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান এবং উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের সাথে উপ-হাইকমিশনার পতাকা উত্তোলন করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতায় পাকিস্তানের উপ-দূতাবাসে কর্মরত মিশন প্রধান এম হোসেন আলী ৬৫ জন বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা মুজিবনগর সরকারের নির্দেশনায় মিশন পরিচালনা করেছিলেন।

#

রঞ্জন/সায়েম/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৬৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫২

**বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে নবনিযুক্ত সদস্যের শপথ গ্রহণ**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল):

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নবনিযুক্ত সদস্য প্রদীপ কুমার পান্ডে-কে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদান করায় আজ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সুপ্রীম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে, নবনিয়োগপ্রাপ্ত বিজ্ঞ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম **কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসাইন**, সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

সাহিদা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/কলি/মাসুম/২০২৪/১৫১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫১

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

‘বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী হাতির চলাচল নির্বিঘ্ন করতে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের চিহ্নিত ১২টি করিডোর উন্মুক্ত রাখতে জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।’

#

পরীক্ষিৎ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আসমা/২০২৪/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৫০

**জুলাইয়ের আগে পান্থকুঞ্জকে নান্দনিক উদ্যানে পরিণত করা হবে**

 **- মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

জুলাইয়ের আগে পান্থকুঞ্জকে নান্দনিক উদ্যানে পরিণত করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

গতকাল পান্থকুঞ্জ পার্কের অভ্যন্তরে পান্থপথ বক্স কালভার্টের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন তিনি।

শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, পান্থকুঞ্জ উদ্যান এই এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যান। এটা উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালে মেগা প্রকল্পের আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকা লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে এদিক দিয়ে নেওয়ার ফলে এই পার্কের উন্নয়ন কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে তাদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আলোচনা এবং দেন-দরবার করার ফলশ্রুতিতে তারা সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করবে। বাকি জায়গা আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। সেই জায়গায় আমরা কাজ শুরু করেছি। বর্তমানে এটার অবকাঠামো উন্নয়ন চলছে।

মেয়র তাপস আরো বলেন, আমরা ঢাকাবাসীকে একটি নান্দনিক উদ্যান উপহার দিতে চাই। যদিও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজের কারণে উদ্যানের বড় একটা অংশ তাদের কাছে চলে যাবে। তারপরও যতটুকু রক্ষা করতে পেরেছি তা ঢাকাবাসীর জন্য অচিরেই উন্মুক্ত করে দিতে পারব। পার্কের উন্নয়ন কাজ চলমান। জুলাইয়ের আগে পান্থকুঞ্জকে একটি নান্দনিক উদ্যানে পরিণত করা হবে।

নিউমার্কেট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে মেয়র বলেন, গত বছর বিশেষ করে নিউমার্কেটের সামনে ও শান্তিনগরে জলাবদ্ধতার কারণে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেগুলো পরিষ্কার করেছি। আশা করি এবার আর জলাবদ্ধ থাকবে না। নিউমার্কেট এলাকার জন্য নতুন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে পিলখানা ভেতর দিয়ে আগে যে পানি প্রবাহ প্রবাহের নর্দমা ছিল সেগুলো ২০০৯ সালে বন্ধ যাওয়ায় গত বছর সেখানে বড় ধরনের জলবদ্ধতা হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং সম্মতি পেয়েছি। আমরা পিলখানার ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহের বড় নর্দমা করতে পারলে ওই এলাকায় আর জলাবদ্ধতা থাকবে না। এভাবে প্রত্যেকটা এলাকায় বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মেয়র বলেন, ঢাকায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি জায়গা ছাড়া তেমন কোন জায়গায় এখন দীর্ঘসময় জলবদ্ধতা থাকে না, প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমের আগে সূচি অনুযায়ী বক্স কালভার্ট, খাল ও নর্দমাগুলো পরিষ্কার করা হয়। যাতে করে বর্ষার সময় পানি প্রবাহ স্বাভাবিক থাকে। এছাড়া ঢাকা শহরে আমরা ব্যাপকভাবে নর্দমা অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান।

পরে মেয়র সায়েদাবাদ টার্মিনাল সংলগ্ন সায়েদাবাদ সুপার মার্কেট, গেন্ডারিয়ার জহির রায়হান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র পাঠাগার ও ওয়ারীর তাজউদ্দীন স্মৃতি পাঠাগার পরিদর্শন করেন।

#

নাছের/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আসমা/২০২৪/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৪৯

**ম্যাক্সক্রিটের এএসি ব্লক উৎপাদন কারখানা উদ্বোধন করলেন গণপূর্তমন্ত্রী**

মানিকগঞ্জ, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল)ː

গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী আজ মানিকগঞ্জের সদর উপজেলার মেঘশিমুলে অবস্থিত ম্যাক্স গ্রুপের অটোক্লেভ এরেটেড কংক্রিট ব্লক ও প্যানেল তৈরির কারখানা উদ্বোধন করেন।

১০ একর জায়গায় স্থাপিত এ কারখানায় ম্যাক্স গ্রুপের মোট বিনিয়োগ ১৬০ কোটি টাকা। কারখানাটির সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১ হাজার ব্লক ও প্যানেল। এসব ব্লক ও প্যানেল সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি। পোড়া মাটির ইটের তুলনায় এসব ব্লক ও প্যানেল ৪০% ব্যয় সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই।

ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী গোলাম মোঃ আলমগীরের সভাপতিত্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নবীরুল ইসলাম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শামীম আখতার, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব) মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সরকার, হাউসিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আশরাফুল আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতির মীর মঞ্জুরুর রহমান এবং মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক রেহেনা আকতার ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/কলি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪২৪৮

**মুজিবনগর সরকারের ৪০০ টাকা মাসিক বেতনের কর্মচারি ছিলেন জিয়াউর রহমান**

 **- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

এথেন্স (গ্রিস), ১৮ এপ্রিল :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের অধীনে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের মতোই ৪০০ টাকা মাসিক বেতনের কর্মচারি ছিলেন জিয়াউর রহমান। অথচ পরিতাপের বিষয়, সেই বিএনপি মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ দিবস ১৭ এপ্রিল পালন করে না। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের যে ভাষণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই ৭ মার্চও বিএনপি পালন করে না। এ থেকেই স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধে বিএনপি কতটুকু বিশ্বাস করে তা প্রমাণ হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে হোটেল নভোটেল এথেন্স এর বলরুমে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মুজিবনগর দিবস স্মরণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলা অর্থাৎ বর্তমান মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের আগের মধ্যরাতে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের কলকাতা প্রেসক্লাবে সমবেত হতে বলা হয়। গোপনীয়তার মধ্যে তাদেরকে পরদিন সকালে মুজিবনগরে পৌঁছানো হয় যেখান থেকে তারা সংবাদ পরিবেশন করেন।

এসময় গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশিদের আইনানুগ ও পরিশ্রমী জীবনের জন্য নিজের ও গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশংসার কথা জানিয়ে এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে ও সবাইকে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে আহবান জানান মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, গ্রিস পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সাথে বৈঠকে জানিয়েছেন গ্রিস আরো ৬টি দেশে দূতাবাস খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারমধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

গ্রিস আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ ৩০টিরও বেশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

গ্রিস আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল মান্নান মাতুব্বরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো: বাবুল হাওলাদারের সঞ্চালনায় বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স মোহাম্মদ খালেদ, বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোলাম মওলা, হাজী আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল খালেক মাতুব্বর, আহসান উল্লাহ হাসান, শেখ আল আমিন, আব্দুল কুদ্দুস মাতুব্বর, রায়হান খান ও মিজানুর রহমান আলফা প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/আসমা/২০২৪/১৪০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪২৪৭

**ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাসব্যাপী কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে ডিএনসিসি**

ঢাকা, ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) :

ডেঙ্গুর মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই একযোগে ৫৪ টি ওয়ার্ডে জনসচেতনতা কার্যক্রম চালাতে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে ডেঙ্গু মোকাবিলায় ৫৪ জন সাধারণ এবং ১৮ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর মাসব্যাপী এই প্রচারাভিযান পরিচালনা করবেন। আগামী ২২ এপ্রিল থেকে এই কার্যক্রম শুরু হবে।

গতকাল ঢাকায় অনলাইন প্লাটফর্ম জুমে ডিএনসিসি মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সকল কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাসব্যাপী প্রচারাভিযান পরিচালনা বিষয়ক এক সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ডিএনসিসি মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, সাধারণ মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন তাদের সেবা করার জন্য। মশার যন্ত্রণায় যদি তারা অতিষ্ঠ থাকে তার কি জবাব দেব আমরা। তাই সব কাউন্সিলর এবং সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একযোগে কাজ করে ডেঙ্গু মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সবাই যদি সচেতন থাকি এডিস মশা কখনই বংশ বিস্তার করতে পারবে না। নিজের নিরাপত্তার জন্যই অন্যকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। কাউন্সিলররা নিজ নিজ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মসজিদের ইমাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা ও র‍্যালির আয়োজন করবে। এজন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মেয়র বলেন, আগামী ২২ এপ্রিল থেকে ডেঙ্গু মোকাবিলায় শহরজুড়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এডিস মশার প্রজনন স্থল এবং পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ পরিত্যক্ত পলিথিন, চিপসের প্যাকেট, আইসক্রিমের কাপ, ডাবের খোসা, অব্যবহৃত টায়ার, কমোড ও অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রবাদি জনগণের নিকট হতে নগদ মূল্যে ক্রয় করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের কার্যালয়ে গিয়ে যেকেউ উল্লিখিত দ্রব্যাদি জমা দিয়ে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। সভায় প্রত্যেক কাউন্সিলরকে নির্ধারিত দামে ময়লা কেনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

#

মকবুল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/আসমা/২০২৪/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৪৬

**নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, ১৮ এপ্রিল :

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস’ পালন করা হয়েছে। কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের অভ্যূদয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

কনসাল জেনারেল মুজিবনগর সরকার গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা বর্ণনা করেন এবং তা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারান্তরীনকালীন মুজিবনগর সরকার দেশে ও বিদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায়সহ মুক্তিযুদ্ধের পথনির্দেশনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতা এবং সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

#

মিশন নিউইয়র্ক/কামরুজ্জামান/সুবর্ণা/কলি/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৩০ ঘণ্টা

Z\_¨eweiYx b¤^i : ৪২৪৫

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে** **ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, ১৮ এপ্রিল :

 জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদসহ জাতীয় চার নেতা এবং সরকারের প্রয়াত সদস্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছিল। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের নামে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। পরবর্তীতে ২৬ মার্চে জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে। ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও আইনগত ভিত্তি স্থাপনে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিলো অসামান্য।

নতুন প্রজন্মের মাঝে মুজিবনগর সরকারের ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত মুহিত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করতে আমরা স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ করে যাবো, মুজিবনগর দিবসে এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

#

মিশন নিউইয়র্ক/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/কলি/মাসুম/২০২৪/৯৪৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪২৪৪

**ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৮ এপ্রিল :

 ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় চার নেতা এবং ত্রিশ লাখ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। এসময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর ‘মুজিবনগর: বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী’ শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং ‘বাংলাদেশের অভ্যূদয়ে মুজিবনগর সরকার’ শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

  রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেন, মুজিবনগর দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য দিন এবং মুজিবনগর বাঙালি জাতির বীরত্বের প্রতীক। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক মতামতকে সুসংহত করেছে।

এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতা এবং সকল শহিদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনার মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ করা হয়।

#

সাজ্জাদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/আসমা/২০২৪/১১৪০ ঘণ্টা